ভোরের কাগজ

মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সিল-স্বাক্ষর জাল করে শিক্ষকের নাম এমপিওভূক্তকরণ!

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদের সিল-স্বাক্ষর জাল করে শিক্ষকের নাম এমপিওভুক্ত করে বেতন ভাতা উত্তোলনসহ সরকারি অর্থ আত্মসাতের একটি ঘটনা উন্মোচিত হয়েছে ভাঙ্গা উপজেলায়। উপজেলার কাউনিকে ইকামাতে দ্বীন আলিম মাদ্রাসার সুপার মওলানা আবু ইউসুফ মার্চ-২০০২ থেকে এ দুর্নীতি করেছেন বলে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিজেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মহাপরিচালক বরাবর এক অভিযোগপত্রে এ অভিযোগ করেছেন (স্মারক নং ৮৫৩/ তারিখ ১১-৫-২০০২)

অভিযোগে বলা হয়েছে, মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসেবে জনৈক মোঃ কামাল হোসেনের বেতনভাতাদির সরকারি অংশ পাবার লক্ষ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রে মাদ্রাসা সুপার জেলা শিক্ষা অফিসারের সিলস্বাক্ষর নকল করেছেন। এ সংক্রান্ত কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। সুকৌশলে উক্ত কামাল হোসেনের নাম এম পিও ভুক্ত করা হয়েছে। পরে মার্চ ২০০২ মাসের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ উক্ত সুপার বিলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাদ্রাসার সুপার মওলানা আবু ইউসুফ মোট তিনজনকে অবৈধভাবে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ ও সরকারি এমপিওভুক্ত করান এবং বেতনভাতা উত্তোলন করেন। এঁর মধ্যে মোঃ কমাল হোসেন তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত। যদিও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোনো তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে না। আরো জানা গেছে, মাদ্রাসা সুপার অন্য একজনকে মাদ্রাসার কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দিয়ে তার নামে এপ্রিল মাসের বেতন-ভাতা উত্তোলন করা সত্ত্বেও আবার ঐ উক্ত পদে পুনরায় লোকবল নিয়োগের জন্য ২২ এপ্রিল দৈনিক ইনকিলাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন।